রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ৮, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪ পৌষ, ১৪২৯ মোতাবেক ০৮ জানুয়ারি, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২৪ পৌষ, ১৪২৯ মোতাবেক ০৮ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০২/২০২৩

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১) ও (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী, ক্ষেত্রমত, অপরাধ আমলে গ্রহণ অথবা বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন কোনো আদালত;

(১ক) "কাউন্সিল" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল;"।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(১) দফা (ক) তে উল্লিখিত "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) দফা (গ) তে উল্লিখিত "পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) দফা (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর;

(চ) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর;

(ছ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(জ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন করিয়া কর্মচারী;";

(৪) দফা (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ) ও (থ)- তে উল্লিখিত "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়" শব্দগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) দফা (দ) তে উল্লিখিত "সেবা পরিদপ্তর" শব্দগুলির পরিবর্তে "নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬) দফা (ধ), (ন) ও (প)-তে উল্লিখিত "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়" শব্দগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(৭) দফা (ফ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ফ) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা :—

"(ফ) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল।";

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "যোগ্যতায়" শব্দটির পরিবর্তে "যোগ্যতা বা পদমর্যাদায়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) দফা (ড) তে উল্লিখিত "নার্সিং ও মিডওয়াইফ" শব্দগুলির পরিবর্তে "নার্সিং ও মিডওয়াইফারি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (ণ) তে উল্লিখিত "নার্সিং ও মিডওয়াইফ" শব্দগুলির পরিবর্তে "নার্সিং ও মিডওয়াইফারি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ডিপ্লোমা, এবং স্নাতক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ডিপ্লোমা বা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ডিপ্লোমা, এবং স্নাতক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ডিপ্লোমা বা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) "প্রতিবেদনের" শব্দটির পরিবর্তে "সুপারিশের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর শর্তাংশে উল্লিখিত—

(অ) "প্রতিবেদনে" শব্দটির পরিবর্তে "সুপারিশে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "প্রতিবেদনটি" শব্দটির পরিবর্তে "সুপারিশটি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "ক" বর্ণ ও উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে "তফসিল 'ক'" শব্দ, বর্ণ ও উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৩০। **অপরাধের বিচার**।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।"।

৯। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৩১। **অর্থদণ্ড সম্পর্কে বিশেষ বিধান**।— ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২১, ২৭ ও ২৮ এর অধীন কারাদণ্ড প্রদানের এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের সংশ্লিষ্ট ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষমতা থাকিবে।"।

১০। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনে ধারা ৩১ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৩১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৩১ক। **মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার্য হইবে।"।

১১। **২০১৬ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এ উল্লিখিত "স্বীকৃতি" প্রদানের শব্দগুলির পরিবর্তে "স্বীকৃতি প্রদান, বাতিলকরণ বা অন্তর্ভুক্তির" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

সরকার নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশাকে মানসম্মত করার নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নার্সিং শিক্ষার প্রসার এবং দক্ষ নার্স মিডওয়াইফ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ বলবৎ হওয়ার পর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (i) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও (ii) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট আইনে "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়" এর স্থলে "স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ" প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া "বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল" এর পরিবর্তে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল", "সেবা পরিদপ্তর" এর পরিবর্তে "নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর", "স্বাস্থ্য অধিদপ্তর" এর পরিবর্তে "স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর" সহ কয়েকটি পদনাম পরিবর্তন হওয়ায় আইনটি পরিমার্জনপূর্বক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০২৩" প্রণয়ন অতি প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

০২। উক্ত সংশোধিত আইনটি প্রণীত হলে নার্সিং শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, নার্সিং শিক্ষার প্রসার মানসম্মত নার্স তৈরি, সেবার মান এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটবে।

০৩। বর্ণিত অবস্থায়, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০২৩" শীর্ষক বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

জাহিদ মালেক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd